# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বনভোজন

কীটনাশকের সুষম ব্যবহার ও বন্টনে ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয় নিয়ে ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগীয় কীটনাশক ব্যবসায়ী সম্মেলন ও বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্কে এ সম্মেলনের আয়োজন করে গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেড। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ হাসান’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. কামরুজ্জামান, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মিঠু চন্দ্র অধিকারী, মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা, হরিণাকুন্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ তিতুমীর, কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোল্ডেন এগ্রোভেট লিমিটেডের পরিচালক মোক্তার হোসেন। সমাবেশে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোরসহ ৮ টি জেলার কীটনাশক ব্যবসায়ীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা, ফসলে কীটনাশকের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবসায়ীদের করণীয় নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদাণ করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া জিহাদ হোসেন নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে।

তবে কয়েকদিন ধরে জ্বর থাকায় ডেঙ্গু নাকি সাধারণ জ্বর, নাকি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে এনিয়ে জনমনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের তাহেরহুদা গ্রামে।

জিহাদ হোসেন একই গ্রামের সুরুজ আলীর পুত্র। ছেলেটি সৎ নিষ্ঠাবান এবং ভাল ছাত্র বলে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিল।

স্থানীয় এবং স্বজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, বিগত কয়েকদিন ধরে জিহাদের জ্বর হয়েছিল। গত শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর জিহাদ ক্লান্ত ও জ্বর অবস্থায় তাদের নিজের ধান ক্ষেতে বিষাক্ত ঔষধ স্প্রে করতে যায়। এ অবস্থায় স্প্রে করার কারনে তার সারা শরীর ও নাকে-মুখে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে বমি করে, বুকে ও পায়ে ব্যাথার কথা বলে, সেই সাথে শরীরে জ্বরের তীব্রতা দেখা দেয়, আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

একদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে তার পরিবার তাকে নিকটস্থ স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে যান। রুগীর অবস্থা হঠাৎ বেশি খারাপ হওয়ায় এবং অত্যাধিক শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথার কারণে তাকে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে।

জিহাদের বাবা সুরুজ আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আমার ছেলে মাঠ থেকে ফিরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে দ্রুত চিকিৎসা করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করি কিন্তু আমার পুত্রের আর শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ৩ তিনটার দিকে সে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে।

৭ম শ্রেণির মেধাবী এই শিক্ষার্থী জিহাদের অকাল মৃত্যুতে গভির শোক জানিয়েছেন আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

মাসুদুল হক টিটু, সহকারী শিক্ষক ইমরুল কায়েস। এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, আমাকে কেউ জানায়নি, তবে আমি লোকমুখে শুনেছি বিষয়টি খোজ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। জিহাদের অকাল মৃত্যুতে তার সহপাঠি ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় নকল সার ও কীটনাশকে ছেয়ে গেছে বাজার- বিপাকে কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় নকল সার ও কীটনাশকে বাজার ছেয়ে গেছে। কৃষকরা পড়েছে বিপাকে। আলমডাঙ্গা পৌরসভার অভ্যন্তরে প্রশাসনের নাকের ডগায় গড়ে উঠেছে নকল সার ও কীটনাশক তৈরির কারখানা। বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের প্রতারণা করে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা।

সরকারের কোন অনুমোদন ছাড়াই গোপনে নকল সার, কীটনাশক ও হরমোন তৈরি করে চলেছে পিসিআই এগ্রো নামে অনেক বেনামি কোম্পানি। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মত দেশে এমন নকল কৃষিপণ্য বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে বিপাকে পড়েছে কৃষক। ফসলের মান ও ফলন কমে গেছে। গত সোমবার আলমডাঙ্গা পৌরসভার মাদ্রাসা পাড়ার নিমাই চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে অজয় কুমার বিশ্বাস নওদাবন্ডবিল গ্রামে এলাকায় একাধিক গোডাউনে অভিযান চালিয়ে নকল সার ও কীটনাশক এবং বিভিন্ন অনুমোদনবিহীন কৃষিপণ্য, রুটপ্লাস ৩ হাজার কেজি, পিসি আই এর চমক ১২ লিটারের ১২৫ কার্টুন, পিসি আই রুট ৬৮৪০ কেজি, জিংক ১৬৪০ কেজি, ছিলেটেড জিংক ৬৬ কেজি, ছলুবোর ১৭১ কেজি ও ৩০০ কেজি সহ আরও অনেক দ্রব্য উদ্ধার করে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে দুটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান কে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। গতকাল সকাল ১১ টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে মুদি দোকান, জ্বালানী গ্যাস ও সার-বীজ দোকান প্রভৃতি তদারকি করা হয়। এ সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ ম্যাগনেসিয়াম সার বিক্রয়ের জন্য বিসিআইসি সার

ডিলার মো: আব্দুল বারীর প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিরাজ এন্টারপ্রাইজের মালিক সিরাজুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ, মানহীন ও নিন্মমানের শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে এই জরিমানা করা হয়। এছাড়াও মো: আব্দুর রহমানের প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফাতেমা স্টোরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্যের গুনগত মান বজায় না থাকলে কৃষকরা বড় ঝুঁকিতে পড়বে। দেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কৃষকরা অর্থনৈতিক ভাবে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।কৃষকদের সাথে এই ভয়ানক প্রতারণায় তাদের শ্রম, সময়, অর্থ নষ্ট হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভিন বলেন, কৃষি অফিসের অনুমোদন ছাড়াই এখানে সার ও কীটনাশক তৈরি, বাজারজাতকরণ এবং খোলা মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে। ইহা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। নকল সার ও কীটনাশক আমরা দ্রুত কৃষকদের হাতে পড়তে দেব না। অভ্যিান পরিচালনা করে দ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে কৃষকরা এই সব নকল সার প্রয়োগ করে বড় ধরনের লোকসানে পড়েছে। অনেক কৃষক চোখের জলে, আর্তনাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বেলগাছির কৃষক আনোয়ার হোসেন বলেন, এইসব নকল সার প্রয়োগ করে আমি ক্ষতিগ্রস্ত। এদের আইনের আওতায় নিয়ে বিচার করে শাস্তির দাবি করছি।

কৃষকরা এই সব প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, চাষ-আবাদে নিরুৎসাহিত হবে। দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে বলে সচেতন মহল থেকে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

মেহেরপুর কৃষি বিভাগের উদাসিনতায় মানহীন কীটনাশক কোম্পানীর রমরমা ব্যবসা

শুখসাগর পেঁয়াজ এবার দু:খের হাতছানি দিচ্ছে মুজিবনগরের কৃষকদের। মানহীন কোম্পানী “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর নিম্নমানের য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) পেঁয়াজ

ক্ষেতে ব্যবহার করে পথে বসতে যাচ্ছেন উপজেলার অর্ধশতাধিক চাষী।

পাঁচ/ছয়দিন আগে কৃষকরা স্থানীয় সার কীটনাশক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে য়োকরাল নামক এই ছত্রাকনাশক (পেস্টিসাইড) তাঁদের জমির উঠতি পেঁয়াজের পঁচন রোধে দিয়েছিলেন। আজ শুক্রবার দুপুরে সরেজমিনে মুজিবনগরের নাজিরাকোনা গ্রামের নাগার মাঠসহ এলাকার বিভিন্ন মাঠে গিয়ে দেখা গেছে, এলাকার প্রায় অর্ধাশতাধিক কৃষকের প্রায় জমির পেঁয়াজ খেত এখন জমিতেই লুটিয়ে পড়েছে। পেঁয়াজ গাছের কলি হলুদ হয়ে চুপসে যাচ্ছে। ডগা শুকিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। পাশের জমির পেঁয়াজ গাছ বড় হয়ে গেলেও আক্রান্ত জমির পেঁয়াজ রয়েছে মাটির সাথে সুয়ে। এবারের শীত মৌসুমে এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা, শিবপুর, ভবরপাড়া, কেদারগঞ্জ, মানিকনগর গ্রামের অর্ধ শতাধিক কৃষক। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পরামর্শে পেঁয়াজের ছত্রাকজনিত রোগ থেকে বাঁচতে “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর নিম্নমানের য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) প্রয়োগের পরেই এ অবস্থা হয়েছে পেঁয়াজ ক্ষেতের।

স্থানীয় কৃষকের মতে, প্রায় অর্ধশত বিঘা জমির পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হতে পারে। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের পেঁয়াজ চাষী আবুল হোসেন জানান, বর্গা নেওয়া এক বিঘা জমিতে চাষ করছেন পেঁয়াজ। জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে পেঁয়াজ খেত ছত্রাকজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীর পরামর্শে “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) কীটনাশক প্রয়োগ করেন। এর পর থেকেই হলুদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে পেঁয়াজ ক্ষেত। এমন অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়েছেন তিনি।

তিনি জানান, ইতোমধ্যে আমার ৮০/৯০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। ধার দেনা করে এক বিঘা জমিতে এই চাষ করেছেন তিনি। পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম বিপদের মধ্যে আছেন তিনি। পেঁয়াজ বিক্রি করে এবছর তার প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা হতো বলে জানান তিনি। এই বছর নাজিরাকোনা গ্রামের আফর আলী এক বিঘা জমিতে, আব্দুল আলীমের এক বিঘা জামিতে হাফিজুল ইসলামের এক বিঘা জমিতে অ্যাডভোকেট আ্ব্দুল আলীমের এক বিঘা জমিতে, শহিদুল ইসলামের এক বিঘা জমিতে, জনি মন্ডলের ৫ বিঘা জমির পেঁয়াজের মধ্যে ২ বিঘা জমিসহ এই গ্রামের

আমি কোম্পানির প্রতিনিধিকে জানাইছি। তারা এসে ওই কীটনাশক নিয়ে গেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য।’ “মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লি:” এর টেরিটরি অফিসার আসাদুল ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত আমার কাছে এলাকার ২০ জান কৃষক তাঁদের ৩৩ বিঘা জমির পেঁয়াজ ক্ষেত নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ দিয়েছেন। আমি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের জানালে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় থেকে কয়েকজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্থ পেঁয়াজ চাষীয়দের সাথে কথা বলেছেন এবং পেঁয়াজের স্যাম্পল পরিক্ষার জন্য নিয়ে গেছে। কৃষি কর্মকর্তা ডিডি বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। আমাদের কাছে কৃষকেরা অভিযোগ করেনি। কৃষকরা কার পরামর্শে এসব কীটনাশক জমিতে প্রয়োগ করে থাকে এটা আপনি আমাকে বলতে পারেন? সাংবাদিককে উল্টো প্রশ্ন করেন ডিডি। কীটনাশক দোকান পরিদর্শন করে মাসে অন্তত দুটি নমুনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে (প্লান্ট প্রটেকশন) পাঠানোর কথা সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাদের, এটা পাঠানো হয় কিনা।

এমন প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, এটা উপজেলা কৃষি অফিসের দায়িত্ব আমার না। উপজেলা কৃষি অফিসার আপনার আয়ত্বের মধ্যে পড়ে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রতিবেদকের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে বলেন, এধরণের প্রশ্ন করলে আমার সাথে কথা বলবেননা, বলেই কলটি কেটে দেন এই কৃষি কর্মকর্তা। এদিকে হাতে গোনা কয়েকটি কীটনাশক কোম্পানী ছাড়া অধিকাংশ মানহীন বালাইনাশকের (পেস্টিসাইড) কারণে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন এলাকার কৃষককুল। আবার ডিলারনির্ভর ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফার আশায় মানহীন বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) ভুল ব্যাক্ষা দিয়ে কৃষকদের মাঝে বিপনন করছেন।

দোকান পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তাকে মাসে অন্তত দুটি নমুনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে (প্লান্ট প্রটেকশন) পাঠানোর কথা বলা হলেও সে নিয়মের পথে হাঁটছেন না কৃষি অফিস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফসল আবাদের পরিধি ও ধরন বদলে গেছে। বেড়েছে ফসলের জন্য ক্ষতিকর রোগজীবাণু ও কীটপতঙ্গ।

এসব দমনে কৃষক বালাইনাশকের ব্যবহারও বাড়িয়েছেন। আর এই সুযোগে কোম্পানিগুলো কাটছে কৃষকের পকেট। কৃষিতে কীটনাশক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে শক্ত নজরদারি দরকার বলে মনে করেন তারা।

দর্শনা কেরু চিনিকলে ১০ দিন পরে এলো টিএসপি সার ও কীটনাশক

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে হঠাৎ করে টিএসপি সার, মাটিশোধন ও কীটনাশক চরম সংকট, দেখা দেয়।

এলাকার আখচাষী কৃষকরা গত সোমবার ২১ অক্টোবর বেলা ১১ টার দিকে কেরু চিনিকল মিল গেট কেরু সার গোডাউন থেকে সার না পেয়ে ফীরে যাচ্ছিল কৃষকরা।

ঐদিন সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা। এ বিষয়ে বেশ কিছু পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তৎক্ষনিক কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়। তিনি নিজ উদ্দ্যগে গতকাল বুধবার সার ও কীটনাশক সমস্যা সমাধান করেন।

গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় একের পর এক ট্রাক ভর্তি সার কেরু গোডাউল এলাকায় প্রবেশ করছে। ফলে কেরু চিনিকল মিলগেট এলাকায় সার ও কীটনাশক সংকট সমস্যা নিরসন হয়েছে। ফলে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সার সংকট থাকবে না বলে গোডাউন অফিসার মাহবুবুর রহমান জানান।

গতকাল বুধবার ৭টি ট্রাকে ৯৫ টন টিএসপি, ২শত টন এমওপি সার কেরু গোডাউনে মজুদ করা হয়েছে। এছাড়া গতকাল বুধবার ৩০০ শত টন ইউরিয়া সার পথের মধ্যে রয়েছে বলে জানান ঐ গোডাউন অফিসার। ফলে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী এখন থেকে সার ও কীটনাশক পাবে। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।